তারিখ 26 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখোঁজ ২ ছাত্র

একজন কোনিও ও খাদেম হত্যার চার্জশিটভুক্ত আসামি জেএমবি সদস্য

- আরেকজন ৪ মাস ধরে নিখোঁজ পরিবারও খবর জানে না

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে পরিবারের লোকজনও কোন খবর জানে না। তবে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে নিখোঁজ দুই শিক্ষার্থীর একজন আহসান উল্লাহ আনছারী নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সুসাইড স্কোয়াডের সদস্য। সে রংপুরে জাপানি নাগরিক হোচি কোনিও, কাউনিয়ায় মাজারের খাদেম ও আওয়ামী লীগ নেতা রহমত আলী হত্যা মামলায় চার্জশিটভুক্ত আসামি। সে ২০১৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ রয়েছে। অন্য যে শিক্ষার্থী নিখোঁজ রয়েছে তার নাম আবদুল্লা আল মামুন। সে চলতি বছরের ১০ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দফতর দুই শিক্ষার্থীর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ আহসান উল্লাহ

একজন : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

একজন : কোনিও

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আনছারী ওরফে বিপ্লব রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২-১৩ শিক্ষা বর্ষে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হয়। তার বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার ফোরকারহাট গ্রামের আবদুল হাসিব আনছারীর ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর কিছুদিন ক্লাস করার পর সে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিল। এক বছর পর ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষে সে আবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পুনরায় ভর্তি হয় এবং প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পরীক্ষা দেয়। সর্বশেষ সে গত বছর ২০১৫ সালের ১৬ অক্টোবর পরিসংখ্যান বিভাগের ভাইবা বোর্ডে উপস্থিত হয়েছিল। এরপর থেকে তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। এমনকি চলতি বছর ১৪ জানুয়ারি পরবর্তী সেমিস্টারে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও সে আর আসেনি। মূলত গত বছরের ১৬ অক্টোবর থেকে সে নিখোঁজ রয়েছে বলে প্রক্টর অফিসের সেকশন অফিসার শহীদ আল আমিন জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে একজন কর্মকর্তা জানান, শিক্ষার্থী আহসান উল্লাহ নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি তার বড় ভাই হাবিবুল্লা আনছারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও তার ভাই নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছেন।

এদিকে গত বছর ২০১৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে রংপুরে এক জাপানি নাগরিক ও মাজারের খাদেম হত্যা ও বাহাই সম্প্রদায়ের নেতা রুহুল আমিনকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ৩ অক্টোবর রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার সারাই ইউনিয়নের আলুটারী গ্রামে নিজের ঘাসের খামার দেখতে গেলে জাপানি নাগরিক হোচি কোনিওকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এর এক মাস ৫ দিন পর গত বছরের ৮ নভেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে রংপুর নগরীর আর কে রোড এলাকায় বাসা থেকে কর্মস্থল রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসার জন্য বাসা থেকে বের হওয়া মাত্রই খ্রিস্টানদের বাহাই সম্প্রদায়ের নেতা রুহুল আমিনকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর অবস্থায় তাকে রংপুর মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করার পর তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেয়ার পর বুকে গুলি বহন করেই তিনি কোন রকমে বেঁচে আছেন। এর মাত্র ২ দিনের মাথায় গত বছরের ১০ নভেম্বর রাত ১০টার দিকে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার টেপামধুপুর গ্রামে বাজার থেকে বাসায় ফেরার পথে স্থানীয় পীরের মাজারের খাদেম ও আওয়ামী লীগ নেতা রহমত আলীকে জবাই করে নৃশংসভাবে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে চলতি জুলাই মাসেই পুলিশ জাপানি নাগরিক হোচি কোনিও হত্যাসহ ৩ ঘটনায় জেএমবিকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে।

এর মধ্যে জাপানি নাগরিক ও মাজারের খাদেম হত্যার ঘটনায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আহসান উল্লাহ আনছারীর নামে চার্জশিজ প্রদান করে পুলিশ। রংপুরের সরকারি আইন কর্মকর্তা আবদুল মালেক অ্যাডভোকেট জানান, ওই দুটি মামলায় আনছারী সরাসরি কিলিং মিশনে অংশ নিয়েছে বলে চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে। তবে সে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কিনা তা তিনি জানেন না বলে জানান।

এদিকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ শিক্ষার্থী নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে জানা যায়, গত বছরের ১৬ অক্টোবর থেকে আহসান উল্লাহ আনছারী নিখোঁজ রয়েছে।

অন্যদিকে আবদুল্লাহ আল মামুন নামে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী প্রায় সাড়ে ৩ মাস ধরে নিখোঁজ রয়েছে। সে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। তার বাড়ি রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলায়, তার বাবার নাম জহরত আলী মোল্লা বলে প্রক্টর অফিস সূত্রে জানা গেছে। মামুন ২০১৫-১৬ শিক্ষা বর্ষে ভর্তি হয়েছিল। অল্প কিছুদিন ক্লাস করার পর সে নিখোঁজ রয়েছে। প্রক্টর অফিসের এক কর্মকর্তা জানান, সে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সর্দ্দার পাড়া মোসলেম উদ্দিন ছাত্রাবাসে থাকতো। চলতি বছরের ১০ এপ্রিল রাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে জঙ্গি সন্দেহে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে নিখোঁজ দুই শিক্ষার্থী সম্পর্কে তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে তারা সেভাবে তাদের চেনে না। কারণ তারা ঠিকমতো ক্লাস করেনি। সার্বিক বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শাহিন ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দুই শিক্ষার্থী মামুন ও আহসান উল্লাহ আনছারী নিখোঁজ রয়েছে বলে স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো হয়েছে। এদিকে কাউনিয়া থানার ওসি জাপানি নাগরিক হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাদের জিলানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আহসান উল্লাহ আনছারী নামে এক জঙ্গির নামে দুই মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তবে সে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কিনা তা তিনি জানেননা বলে জানান। তবে তাকে গ্রেফতার করার জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।